Equipping one outreach and discipleship leader for every 50 children around the world

1 for 50

যারা সারা জীবনের জন্য শিষ্যত্ব গ্রহন করেছে তাদের কিভাবে পরিচালনা করতে হবে?

1 for 50 হল:

- **একটি স্বপ্ন : শিশুকে একত্র করা** (প্রত্যেকটি শিশুকে যীশুকে জানার সুযোগ দিতে হবে)
- **একটি যুদ্ধ : স্থানীয় বিশ্বাসীদের প্রস্তুত করা**(লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসীদের ট্রেনিং দিতে হবে যেন শিশুদের কাছে গিয়ে শিক্ষা দিতে পারে)
- **চলমান সহযোগীতা : এক সঙ্গে কাজ করা** (উৎসাহিত করা, এক সঙ্গে কাজ করা, একে অপরের সাথে আলোচনা করা যে, কিভাবে আমরা শিশুদের যীশুর পথে আনতে পারব ।)

- 1 for 50 এর যুদ্ধ হল বিশ্বজুড়ে স্থানীয় চার্চের মধ্যেমে শিশুদের কিভাবে যীশুর পথে পরিচালনা করবে সে সর্ম্পকে ট্রেনিং দেওয়া । কিন্তু শিশুদের প্রতি এই পরিচর্যা ও পরিচালনা কিভাবে করা হবে এবং এই পরিচর্যার ফল কি হবে?
- আশিটি জাতির নেতাদের জন্য ছয়টি বিশেষ পথ পদর্শক রয়েছে যা বিশ্বাসীদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে । আমরা সকলে 1 for 50 তে এই ছয়টি পথ পর্দশক কাজে লাগাব ।
- হয়তো আপনি ইতিমধ্যে কিছু শুরু করেছেন । হয়তো আপনার কাজের জন্য যথেষ্ঠ উদাহরন প্রয়োজন আছে, আমাদের নতুন অনেক কৌশল সৃষ্টি করতে হবে শিশুদের পরিচর্যার শিক্ষা দেবার জন্য ।

এক
যীশুর শিষ্য তৈরী

- **ভূমিকা:** 1 for 50 তে 'এক' এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি রয়েছে ।
  একজন পরিত্রান কর্তার ভালবাসা
  একজন বিশ্বাসীকে সাহায্য করে
  একজন শিশুকে সঠিক সময়ে যীশুর কথা জানতে ও অনুসরণ করতে সাহায্য করে ।
- **প্রভুর বাক্য (মথি ২৮: ১৯-২০)**
  যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি নির্দেশদিয়েছিলেন তা হল: সমুদয় জগতে যাওয়া এবং শিষ্য তৈরী করা ।
- **তাহলে আমরা কি করব?** ট্রেনিং এবং পরিচর্যা পারে শিশুদের সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে । আমরা এমন অনেক শিশু পেতে পারি যারা যীশুকে তাদের জীবনে নাও গ্রহন করতে পারে । আমরা সবসময় যে যীশুর শিষ্য করব তা নয় ।
- **আমাদের মূল লক্ষ্য** হবে শিশুদের শিষ্যত্ব গ্রহনের নিশ্চয়তা পরিবর্তন না করা ,বরং যীশুর জীবনের দর্শন সম্পর্কে তাদের কাছে তুলে ধরা ।

শিষ্যত্ব গ্রহন করা শেখায় আমরা কিভাবে পরিচালনা করব .....

দুই
অনধিকৃতদের কাছে পৌঁছানো

- **ভূমিকা:** এক বিশ্বাসী যে যীশুকে মেনে একজনের কাছে গিয়ে যীশুর কথা বলে । একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমরা একটি গল্পে দেখি যে একজন তার একটি মেষকে হারিয়ে ফেলেছিল ।
- **প্রভুর বাক্য (মথি ১৮: ১৪)** এটা ঈশ্বরের হৃদয় । আমরা এই গল্পের শেষে যদি পড়ি, তবে বুঝব যে "আমাদের স্বর্গীয় পিতা চান না যে তাঁর একজন সন্তান হারিয়ে যাক ।"
- **তাহলে আমরা কি করব?** দুর্ভাগ্য বসত ২/৩ জন শিশু রয়েছে যারা এখন পর্যন্ত যীশুকে জানে না এবং গ্রহন ও করেনি । আমরা এখন পর্যন্ত তাদের কাছে যাইনি ।
- **আমাদের মূল লক্ষ্য** হবে যেসব শিশু চার্চের বাইরে তাদের কাছে যাওয়া ।

পরবর্তীতে, শিষ্যত্ব তৈরী ও অনধিকৃতদের পৌঁছানোর জন্য আরো ভালোভাবে চিন্তা করি .....

4-14 Global Initiative | global children's forum | Viva together for children

www.1for50.net

1 for 50 is a children's ministry training and networking initiative serving the Global Children's Forum, 4/14 Global Initiative, Viva, and other movements committed to reaching and discipling children for Christ.

Your Father in heaven is not willing that one of these little ones should be lost.
Matthew 14:18 NIV

তিন
পরিবার সম্পৃক্তকরণ

- **ভূমিকা:** বাবা-মা সহ একজন শিশুকে নিয়ে মোট তিনজন হয়। যদি এমন হয় শিশুটি যীশুর সম্পর্কে জানল, কিন্তু তার পরিবার (এরকম অনেক থাকতে পারে) জানে না। আমাদের এই বিষয়টি ভাবতে হবে এবং সে পরিবারে যেতে হবে। যদি তারা যীশুকে না জানে, তবে আমাদের দরকার তাদের এবং তাদের শিশুকে যীশুর কাছে আনা।
- **প্রভুর বাক্য** (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪-৭) ঈশ্বরের আসল নীতি হচ্ছে তাঁর পরিবারের সবাইকে ভালবাসা। যারা খুব সাধারন থেকেও তাঁর জন্য কাজ করছে এবং কথা বলছে।
- **তাহলে আমরা কি করব?** আমরা পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে শুধু শিশুদের নিয়ে চিন্তা করি, কিন্তু তার পরিবার নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি না। শুধু শিশুদের নয় আমাদের দরকার শিশুর সাথে তাদের বাবা-মাকেও আত্মিকদিকে বৃদ্ধি করা।
- **আমাদের মূল লক্ষ্য** হবে খ্রিষ্টান পরিবারে পৌঁছানো এবং তাদের শিশুদের ছোট থেকে যীশুর পথে আনা।

শিষ্যত্ব গ্রহন করা শেখায় আমরা কিভাবে পরিচালনা করব .....

চার
শিশুর পরিপূর্ণ যত্ন:

- **ভূমিকা:** পুরো বিশ্বের শিশুদের জন্য চারটি মূল বিষয় রয়েছে- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আত্মিক চিন্তা।
- **প্রভুর বাক্য** (লূক ২: ৫২) আমরা পবিত্র ধর্মগ্রন্থে দেখি যে যীশুর বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক গঠন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা এই চারটি বিষয় দেওয়া আছে।
- **তাহলে আমরা কি করব?** কিছু কিছু পরিবার খুব ভাল করছে। কারও কারও সরাসরি সাহায্যের প্রয়োজন আছে। বিশ্বে এখনও ২/৩ জন শিশু ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে।
- **আমাদের মূল লক্ষ্য** হবে আমাদের দর্শন সেসব শিশুদের মাঝে তুলে ধরতে হবে যারা ইতিমধ্যে আমাদের আয়ত্ত্বে থাকবে। সুতরাং আমাদের দরকার সেসব শিশুদের সাহায্য করা যারা ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করছে।

শিশুর পরিপূর্ণ যত্ন করার মাধ্যমে আমরা নেতৃত্ব শিখতে পারব। ....

পাঁচ
রাজ্য গঠন

- ভূমিকা: এই বিষয়টি একা করা একটি উত্তম সুযোগ। হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে একসঙ্গে এক হয়ে ঈশ্বরের কাজ সুসম্পন্ন ভাবে করতে হবে এবং ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করা।
- প্রভুর বাক্য (ইফিলীয় ৮: ১১-১৩, ১৬ এবং যোহন ১৩:৩৪) যীশু বলেছিলেন, সমস্ত পৃথিবী জানুক যে আমরা তাঁর শিষ্য এবং তাঁর ভালবাসায় পরিপূর্ন হয়ে একে অপরকে ভালবাসব, সাধু পৌল বলেছেন,আমরা সত্যে আত্মায় একসঙ্গে কাজ করব।
- তাহলে আমরা কি করব? চলিশ হাজার ধর্মীয় গোষ্ঠির মধ্যে কেউ কেউ খুব ভাল এসঙ্গে কাজ করছে আবার কেউ কেউ করছে না।
- আমাদের মূল লক্ষ্য হবে আমাদের সকলকে এক মন আত্মায় এক হয়ে শিশুদের কাছে যেতে হবে এবং ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা যে এই কাজ চার্চের মধ্যে করব তা নয়। ঈশ্বরের রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে আমরা যীশুকে সবার কাছে তুলে ধরতে পারব। "ঈশ্বরের রাজ্য" বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিশুদের যীশুর পথে আনতে পারব।

তাহলে , আমরা কিভাবে নিশ্চিত হব যে শিশুরা সত্যিই তাদের জীবনে যীশুকে গ্রহন করেছে? এই পাঁচটি বিষয়ের পর আর একটি পথ পর্দশক আছে। যা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ন, এটা হল-

ছয়
নেতাদের হৃদয়

- ভূমিকা: চূড়ান্ত মনোভাব, শিশুদের কাছে যাওয়া এবং একসঙ্গে থাকা। আমাদের অবশ্যই যীশুকে অনুসরন করতে হবে।
- প্রভুর বাক্য (যোহন ১৫: ৫-৭) আনন্দ হল শিশুদের সঙ্গে কাজ করার জন্য একটি উত্তম ক্ষেত্র। যীশু বলেছিলেন,"আমি আঙ্গুর গাছ , আর তোমরা তার ডালপালা। যদি কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি তবে তার জীবনে অনেক ফল ধরে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমারা কিছুই করতে পার না।"
- তাহলে আমরা কি করব? অনেক শিশুরা আছে যারা একটু বড় হলেই তাদের বিশ্বাস থেকে সরে যাচ্ছে। কারণ তাদের নেতারা তাদের প্রতি যে আত্মিক সহযোগীতা তা পর্যাপ্ত করতে পারেনি। এটা আরেকটা কারণ যে আমাদের এই আধুনিক যুগে খ্রিষ্টকে প্রচার করা ছোট একটা সখে দাড়িঁয়েছে। আবার অনেকে এই বিষয়ের প্রতি কোন আগ্রহই নেই। আবার কারও কারও প্রবল ইচ্ছা রয়েছে।
- আমাদের মূল লক্ষ্য হবে আমাদের নিজেদের উদ্যোগে শুরু করতে হবে। যীশুর ভালবাসা গ্রহন করতে হবে। পুরো বিশ্বে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহন করতে হবে।। ঈশ্বরের ভালবাসা আমার মনে, আত্মায়, চিন্তায় এবং সকল কাজে গ্রহন করতে হবে। এই বিষয়গুলো আমাদের মধ্যে থাকলে আমরা শিশুদের । ঈশ্বরের পক্ষে জয় করতে পারব।

1 for 50 হাত

সমুদয় জগতে গিয়ে আমাদের সেসব স্থানে পৌঁছাতে হবে যেখানে শিশুরা যীশুকে জানে না, এবং তাদেরকে খ্রিষ্টের শিষ্য করা।